R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০১ বর্ষ
১ম সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২১
২১শে মে, ২০১৪
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

## রাজ্যে তৃণমূলের দাপট–জঙ্গিপুরে জয়ী কংগ্রেস–পৌর এলাকায় পদ্মের হাসি

নিজস্ব সংবাদদাতা : সারা রাজ্যে ৩৪টি আসনে জয়লাভ করেও তৃণমূল কংগ্রেস সেই অধরা রয়ে গেলো মুর্শিদাবাদ আর মালদায়। প্রত্যাশার বেশী আসনে জিতেও স্বস্তিতে নেই তৃণমূল সুপ্রিমো। হেরে যাবার আশঙ্কায় তৃণমূলের পঞ্চমবাহিনী যেভাবে ভোট লুঠলো তাতে বাম জমানার ছায়া বড্ড প্রকট। মমতা ব্যানার্জীর অসংযমী ভাষণ লাগামছাড়া হয়েছিল বাংলায় পদ্মের বিস্তার দেখে। তাদের কাছে খবর ছিল হয়ত আরও কিছু আসন ছিনিয়ে নেবে বিজেপি। আর ঐ কাটাকুটিতে বামফ্রন্টও কিছু আসন পেয়ে যেতে পারে। তা অবশ্য হয়নি। বাম দূর্গ তো দূরের কথা – বাম অস্বিত্বই আজ লোপের মুখে। এ জেলায় মান্নানকে হারিয়ে বদরোদ্দোজা এবং রায়গঞ্জে সামান্য ১৬০০ ভোটে মহঃ সেলিম। ব্যস – বিমান-বুদ্ধ-সূর্যদেব খেল খতম।

জঙ্গিপুরের খড়গ্রামে অভিজিত পেয়েছেন ৬১৩২৮ ও সিপিএমের মুজাফ্ফর ৫৫০৯৭, অর্থাৎ কংগ্রেসের লিড ৬ হাজারে। নবগ্রামে ৬২৭৮০ এবং ৬৭৬৫৭, অর্থাৎ ৫ হাজার লিড বামেদের। সেখানে এক লালগোলায় অভিজিত পেয়েছেন ৬৩০৩৪ আর বামফ্রন্ট ৫০২৮৩। অর্থাৎ ১৩ হাজারে কংগ্রেসের লিড। সাগরদীঘিতে উভয়ে প্রায় সমান সমান। ৪৩,৬২৩ এবং

(শেষ পাতায়)

## মোদী–আবহে দেশের ঐতিহাসিক রায়

বিশেষ সংবাদদাতা : ষোড়শ লোকসভা ভোটকে কেন্দ্র ক'রে দেশ জুড়ে যে-বিপুল রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন ঘটে গেল, তা এক কথায় ঐতিহাসিক, বিভিন্ন কারণে। এক। ১৯৮৪ সালের পর (সেবার কংগ্রেস একাই পেয়েছিল ৪২৫টি আসন) কোনও একটি দল এত বেশি সংখ্যক আসন (বিজেপি একাই ২৮৪) পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা পায়নি। এর ফলে, দীর্ঘ দু'দশকের কোয়ালিশন সরকারেরও ইতি ঘটল। দুই। গো-বলয় পেরিয়ে বিজেপি-কে এই প্রথম-দেখা গেল, সমগ্র পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে তার প্রভাব (কিছুটা হলেও) প্রতিষ্ঠা করতে। তিন। বিজেপির এই অভূতপূর্ব সাফল্যের প্রধান ও একমাত্র কাণ্ডারী যিনি, সেই নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর বিশাল ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেল সর্বভারতীয় একটা গোটা দল। কারণ, এই জয়কে লোকে বিজেপি-র জয় না ব'লে মোদীর জয় বলে'ই বেশি ক'রে চিহ্নিত করছেন। এটা দলের পক্ষে কতটা স্বস্তিকর অথবা ক্ষতিকর ; তা একমাত্র সময়ই বলতে পারে। সত্যি বলতে কী এখন গোটা দেশ মোদী ম্যাজিকে আমোদিত। অনেকে একে মোদী, ঝড় মোদী সুনামি, মোদী

(শেষ পাতায়)

## এত হাওয়া তুলেও জামানত জব্দ কেন ?

নিজেস্ব সংবাদদাতা : সারা দেশের মত জঙ্গিপুর কেন্দ্রেও বিজেপির পক্ষে একটা হাওয়া উঠেছিল। ভোটারদের মধ্যে জেগে ছিল বিজেপিকে ভোট দেয়ার ব্যাপক প্রবণতা। শেষমেশ এলাকার মানুষকে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট হতাশ করেছে। তাদের জামানতও জব্দ হয়ে গেল। অন্যদিকে দুই মুসলিম সংগঠন ওয়েলফেয়ার পার্টি এবার পেল মাত্র ৯,৪৭৬, যেখানে গত উপনির্বাচনে পেয়েছিল ৪১,৬২০ এবং এস.জি.পি.আই উপনির্বাচনে পেয়েছিল ২৪,৬৯১,

(শেষ পাতায়)

## পত্রিকার ১০১ বৎসর

জঙ্গিপুর মহকুমার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক 'জঙ্গিপুর সংবাদ' ১০১ বর্ষে পদার্পণ করলো। ১৯১৪ সালে শরৎচন্দ্র পন্ডিত যিনি দাদাঠাকুর নামে বিদগ্ধ সমাজে পরিচিত, তিনি এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। মানুষের কাছে এই সাপ্তাহিক নিরবচ্ছিন্নতার সঙ্গে বিভিন্ন সংবাদ, সম্পাদকীয় ইত্যাদি পৌঁছে দিয়েছে এবং আজও এই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। দাদাঠাকুরের আদর্শ অনুসরণ করে তাঁর আশীর্বাদ লাভে আমরা সচেষ্ট আছি।

## আইনজীবীর জীবনাবসান

নিজেস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর বারের প্রবীণ আইনজীবী আবদুল হাকিম ১৩ মে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঐ দিন জঙ্গিপুর বার বন্ধ থাকে। আইনজীবীরা তাঁর ইন্তেকাল অনুষ্ঠানে সমবেত হন।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৪২০

# ভোট অতি বিষম বস্তু

এই পোড়া দেশে ভোট এক বিষম বস্তু। বস্তু ছাড়া আর কী ? ভোট আসিলেই হইল। তখন বাজার গরম, মেজাজ গরম, আবহাওয়া গরম। পাড়ার পরিবেশ কম্পিত ক্যানভাসে, সমর্থকদের মিছিলে, তাহাদের পথ ভারে। কণ্ঠে কণ্ঠে নিনাদিত সমস্বর। পথ, ঘাট, পোষ্টারে পোষ্টারে ছয়লাপ। মেদিনীর মত গগনও প্রকম্পিত মাইকের তীক্ষ্ণ তীব্র স্বর ধ্বনিতে। ভোট প্রার্থীদের ভোটারদের দরজায় দরজায় সময় অসময়ে অভিসার। সবাই আশীর্বাদ প্রার্থী। দাদাঠাকুর একদা বলিয়াছিলেন – বাঙ্গালায় ভিখারীর অভাব নাই। নানা শ্রেণীর ভিখারী আছে। তাহাদের মধ্যে অন্যতম হইল ভোটের ভিখারী। ইহারা সকলেই ভোটারদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থী। ভোট প্রার্থীদের কাহারও কণ্ঠে অমৃতবাণী, গলার স্বর একেবারে খাদে, আবার কাহারও রক্ত চক্ষুর শাসানি। তোষণের জন্য আবার কোথাও কোথাও পকেট গরম পারিতোষিক – তাহা অর্থে অথবা অনর্থে। এ হেন ভোট এই দেশে বিষম বস্তু ছাড়া আর কী ? বঙ্কিমের কমলাকান্ত শর্মা তাহার জবাব দিতে পারিতেন।

যাহাই হউক ভোট শেষ হইয়া গিয়াছে। যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। নির্বাচিতেরা ক্ষমতার মসনদে অভিষিক্ত হইবেন। ভোটারদের আশীর্ব্বাদ ধন্য হইয়া আবার পাঁচ প্যাঁচটি বৎসর দাপে এবং দাপটে, প্যাঁচে এবং পয়জারে রাজ্য পাট চালাইবেন। আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতে যাইয়া যে প্রতিশ্রুতি নিবেদন করিয়া আসিয়াছিলেন তাহা শনৈঃ শনৈঃ বিস্মৃত হইবেন। ইহাই তো স্বাভাবিক। ক্ষমতাপ্রাপ্তি হইলে দেশবাসীর প্রত্যাশা পূরণ শিকায় তুলিয়া রাখা হইবে নতুবা সংরক্ষণের হিম ঘরে তাহা ন্যস্ত করা হইবে।

দেওয়ালে দেওয়ালে দেখা গিয়াছিল ছড়ার ছড়াছড়ি কোথাও ছররা। আবার কোথাও কার্টুনিষ্টের কেরামতি-কসরতের হামাগুড়ি। তাই দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় ভোট অতি বিষম বস্তু। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা বলিয়াছিলেন স্নেহ অতি বিষম বস্তু। কিন্তু হিসাব মিলাইয়া দেখিলে দেখা যায় স্নেহ আর ভোট এক বস্তু নয়, নয় বিষয়ও। ভোট প্রার্থনা, ভোটের আশীর্ব্বাদ প্রার্থীর ক্ষমতাসনে আসীন হইবার প্রক্রিয়া মাত্র। অলমিতি বিস্তারেন। বিপুল আসনে জয়ী এনডিএ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন নরেন্দ্র মোদী। সিংহভাগ দেশবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে মোদীকে ঐ আসনে বসাইবার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না।

# মমতার একটা কথাতেই ৩৫৬ লাগু হতে পারে

## চিত্ত মুখোপাধ্যায়

একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যিনি ভারতের সংবিধানের ১৮৮ ধারায় শপথ নিয়েছিলেন সংবিধান ও দেশ রক্ষায় – ভয় এবং লোভের কাছে নতি স্বীকার করবেন না, তিনি পরিষ্কার বলছেন : এ রাজ্যে থেকে একটাও বাংলাদেশী বাংলাদেশে ফিরে যাবে না। ওদের গায়ে হাত দেবার আগে আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখ। তুই কে হরিদাস পাল! হায়রে রাজনীতি। হায়রে মা-মাটি-মানুষের ভাষা! এই একটা কথার উপর নির্বাচন কমিশনের সি.ডি ক্যাসেট সাক্ষী রেখে এই সরকারকে দায়িত্ব পালন না করার ও ইচ্ছাকৃতভাবে দেশবিরোধী কাজে লিপ্ত থাকার দায়ে ৩৫৬ ধারাতে ভেঙ্গে দেওয়া যেতে পারে। সংবিধানের ঐ ধারা জরুরী অবস্থার কথাই বর্ণনা করেছে। বিশেষ ক্ষমতায় দেশের বিপদে তা লাগু করা যায়। ভারতের স্বরাষ্ট্র দপ্তর এবং এ রাজ্যের একই দপ্তর দীর্ঘদিন ধরে ফাইল জমা দিয়ে সাবধান করেই চলেছে। কেন্দ্র দুর্বল, কিছু পদক্ষেপ নিলেও রাজ্য গত ৫০ বছরে কিছুই করেনি। ঢালাও পঞ্চায়েত সার্টিফিকেট রেশন কার্ড ভোটার লিস্টে নাম তুলে দিয়েছে এরা। সেই গাছের ফল আজ বামেদের হাত ঘুরে ডানে। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী এতদিনে প্রায় দেড় কোটি বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী এ দেশে এসে ফিরে যায়নি। বামেদের স্নেহ আর ইদানিং মমতার মায়ায় তারা শেকড় গজিয়ে দিয়ে দু'দেশের নাগরিকত্ব, সম্পদ সব কিছু ভোগ করছে। প্রতিটি সীমান্তবর্ত্তী জেলায় সরকারী তদন্তে দেখা যাচ্ছে – লক্ষ লক্ষ রেশন কার্ড ভূয়ো। সরকার তা ধরে বাজোয়াপ্ত করছে। মমতার খাদ্যমন্ত্রী হঠাৎ ঐ প্রক্রিয়া বন্ধ রেখেছেন। বুদ্ধবাবু মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় সরাষ্ট্র দপ্তরের গোপন রিপোর্টে চমকে গিয়ে বলে ফেলেছিলেন হক্ কথা। পরে তা সংশোধন করে নেব। বাংলাদেশের প্রথিতযশা লেখক আব্দুস সালাম আজাদের "হিন্দু সম্প্রদায় কেন বাংলাদেশ ত্যাগ করছে ?" বইটা মমতার দলের কেউ পড়েনি ? লেখক কি বিজেপি না আরএসএস ? আমার গরীব রাজ্যের কোটি কোটি টাকার রেশন ভোটের জন্যে হিন্দু মুসলমান ভারতীয়র মুখের গ্রাস ওপার বাংলার মতলবি লোকেরা নিয়ে চলে যাবে ? এর বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না ? অধীরবাবু, বিমান বাবুরাও দেখলেন, একা মমতা কেন সংখ্যালঘু ভোট পকেটে ভরে! অধীরবাবু বাপ তুলে একটা গালাগাল মোদিকে করে দিলেন। উনিই বলুন না, ওঁরা বিমানবাবু, বুদ্ধবাবু, প্রিয়দাস মুন্সী, সিদ্ধার্থ রায়, জ্যোতি বসু অত সুন্দর দেশ 'আমার সোনার বাংলা' ফেলে কেন এ পোড়া দেশে এসেছিলেন ? কারণটা কি ? ওপার বাংলার হিন্দুদের অত্যাচারে ? মোদির হিম্মৎ ভোটের তোয়াক্কা না করে যা সত্যি বলে দিয়েছেন। আপনাদের হিম্মৎ থাকলে এখন তো ভোট চলে গেল বলুন কেন সব ফেলে – পৈত্রিক ভিটা ফেলে পালিয়ে এলেন ? এখানে এসে রসেবশে সব গুছিয়েও নিয়েছেন। এখন দেশমাতাকে আবার

(পরের পাতায়)

# ভোট ভাবনা

## হরিলাল দাস

ভোট ভাবনা ; কিছুতে যে পিছু ছাড়ে না। আর কদিনের মধ্যেই জানা যাবে, কেন্দ্রে মসনদে কে বসবে। তাতে ভোটীয় ভাবনা একেবারে থেমে যাবে না। কারণ, এযে গণতন্ত্র। কিন্তু নির্ণয় করা কঠিন এটি ভারতীয় গণতন্ত্র, না প্রজাতন্ত্র, নাকি দলতন্ত্র। এবং পরিবার তন্ত্র – সেতো চলছেই। জাতীয় কংগ্রেস দলের সহ সভাপতি রাহুল গান্ধি বলছেন গরিবদের জন্য কাজ হয়নি। বাহবা। রাহুলজীর পিতাজী রাজীব গান্ধিও বলেছিলেন – যোজনার টাকা গরিবদের হাতে পৌছোচ্ছে না। তা বেশ। আবার রাহুলের দাদিজীও হেঁকে দিলেন – গরিবি হঠাও, দেশ বাঁচাও। অতএব তাদের এই পারিবারিক সদিচ্ছা জিন্দাবাদ। আওয়াজ তুলবার জন্য আছে তো সর্বভারতীয় নামে এক দল। কাজেই বোঝা গেল পরিবারতন্ত্র ও দলতন্ত্র কী মহান বস্তু।

প্রজাতন্ত্র তথা গণতন্ত্রের উন্নয়নে এবার কিছু বেশি এ্যাকটিভিটি নির্বাচন কমিশনে। এটা বুঝতে অসুবিধা নেই। কেন না এবার টক্কর লাগছে দলতন্ত্রে আর কমিশনে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার মুখ নেড়ে বলছেন তিনি কোনও রাজনৈতিক দলকে ডরান না। তাই ? তা এই কমিশন গঠন করেন কে ? যার নিমক খাই তার দিকে থাকতে হয় একটু হেলে। বেশ খুশ ছেলে।

আমাদের মহান গণতন্ত্র চলে পবিত্র সংবিধান মেনে। সংবিধানিক নিরপেক্ষতা কোনও সোনার পাথর বাটি নয়, বরং মাটির গ্লাস। কাঁচের তৈরি পান পাত্রকে গেলাস বলে। অনুরূপ মাটির তৈরি পানপাত্রও গ্লাস নামেই পরিচিত। কথাটা যাচাই করে নি কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে। আমার রাষ্ট্রপতি দলের ঊর্ধে নিরপেক্ষ ; যদি তিনি নির্বাচিত হন দলের মদতে। নির্বাচন কমিশনও ঠিক তেমনি নিরপেক্ষ। আর মোদীয় সমগ্র রাষ্ট্রটা ধর্ম নিরপেক্ষ। আর ধর্ম মানে মানব ধর্ম নয় – জাতিগত বা সম্প্রদায়গত আচরণীয় বাহ্যানুষ্ঠান। সি.আই.ডি নিরপেক্ষ। সিবিআই হচ্ছে সরেস নিরপেক্ষ। কিন্তু আসল নিরপেক্ষ হচ্ছে শীর্ষ ন্যায়ালয় কর্তৃক নিয়োজিত তদন্ত কমিশন। পাঁচ পাবলিকের পাপী মন। কী করা যাবে বলুন। এতো সব পবিত্র নিরপেক্ষতা সত্ত্বেও দুর্নীতির দাপটে যে আমরা না মরে বেঁচে আছি। এবার সবাই সবার দিকে আঙ্গুল তুলে বলছে দুর্নীতি বাজ বা দুর্নীতি রাজ।

এতো সবের প্রতিকার কী হবে ভোটের মাধ্যমে ? অথচ ভোট মানেই আশঙ্কা, কাদা ছোঁড়াছুড়ি, হানাহানি, উলু খড়ের প্রাণ যায়। তাই তো বলতেই হচ্ছে – ভোট আসে, ভোট যায়, যায় না ভোট ভাবনা।

# ভোটাড্ডা

## শীলভদ্র সান্যাল

– 'ঘোঁতন! ওরে ও ঘোঁতনা! এখনও হয়নি'

– 'এজ্ঞে! যাই বাবু'!

ভেতর মহল থেকে ঘোঁতন ওরফে ঘন্টেশ্বর পাখিরা হুঁকোর কলকেটা ফুঁ দিতে দিতে সসম্ভ্রমে এগিয়ে দেয় ভটচায্যি মশাইয়ের দিকে। লম্বা একটা টান দিয়ে ত্রিপুরা ভটচায কের আলোচনায় ফিরলেন, 'হাওয়া তো নয় হে,ঝড়! সুনামি! মোদী-ঝড়ে এবার সব খড়কুটোর মত উড়ে যাবে, দেখে নিয়ো।'

ত্রিপুরাবাবুর চণ্ডীমণ্ডপে আজ সকালে জোর রবিবাসরীয় আড্ডা। আড্ডার বিষয়, অতি অবশ্যই চলতি লোকসভার ভোট।

কেদারবাবু দর্শনের প্রাক্তন অধ্যাপক। দশবছর হলো রিটায়ার করেছেন। আ-জীবন কংগ্রেসী। পানাসক্ত। মানে, মুখে সব সময় পান। জড়ানো গলায় বললেন, 'সেন্টারে এবার যদি মোদী সরকার আসে, তবে জানবেন সমূহ বিপদ – মহাসর্বনাশ।'

– 'কেন! এর মধ্যে সর্বনাশের তুমি কী দেখলে হে। ভটচায মশাই ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠলেন,'হাজার হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারিতে ডুবে থাকা ওই ইউ.পি-এ সরকার, ফের রিটার্ন করুক ; এই কি তুমি চাও ? না-না! মুখুজ্জে! পরিবর্তন এবার একটা সত্যিই খুব দরকার!'

– 'তাই বলে মোদী ?' – কেদার বাবু নড়ে চড়ে বসেন, 'মুখে উন্নয়নের বুলি ! কিন্তু আসল পরিচয়টা কী ! একটা সাম্প্রদায়িক দল বৈ তো নয় !'

অম্বিকা এবার পাশ থেকে বলে ওঠেন, 'দেখুন দাদা! বর্তমান দেশের রাজনীতিটাই চলছে জাতপাত আর সংখ্যালঘু তোষণকে কেন্দ্র ক'রে। সেদিক দিয়ে সব দলই কমবেশি সাম্প্রদায়িক। কেউ ভোট-ব্যাঙ্ক খোয়াতে চায় না।'

ভাদুড়ি মশাই ফরিদপুরের বাঙাল। উনিশশ' একাত্তরে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময় স-পরিবারে এপার বাঙলায় আগমন। পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় বলে উঠলেন হক কথা কইছেন! পার্টিসনের সময় আছিল গিয়া ছয় কোটি। অহন হইছে পঁচিশ কোটি। এই মুসলিম ভোট কবজা করণের লগে। সব দল দেহি, ঝাঁপায়া পড়তে আছে। আর আমরা সব হিঁদু লোক হইলাম গিয়া অনুপ্রবেশকারী। হামাগো খোদাইতে-বিজেপি উইঠ্যা পইড়া লাগসে আর মমতা চোখের জল ফ্যালতে আছে। কন দেহি! ইয়া কোন্ চক্কর!

কেদারবাবু এবার কুট কাটলেন 'মনে রাখবেন ভাদুড়িদা ! এই মমতাই যখন এন-ডি-এ সরকারে ছিলেন তখন বিজেপির কথায় ঘাড় কাত করেছিলো।'

– 'হ-হ সব বুঝছি। সবই হইল গিয়া ভোটের লাইগ্যা। অহন কইত্যাসে কিনা দিল্লি চলো।! আমাগো কন দেহি, ন্যাতাজী কয়ডা হয়।'

গোটা আড্ডা চক্রে এবার হাসির ফোয়ারা। নাসিকা-গর্জন সহ একটিপ নস্য নিয়ে এবার মুখ খুললেন মল্লিকবাবু 'কিন্তু আঞ্চলিক দলগুলোর এবার গুরুত্ব বাড়বে দাদা। কারণ ২৭২ কোনও দলই পাবেনা। না কংগ্রেস। না বিজেপি। তখনই চলবে দর কষাকষি, ছোট ছোট দলগুলোর সঙ্গে বড় দলের। অর্থাৎ সেই কোয়ালিশন।'

– 'পশ্চিমবঙ্গের ছবিটা কেমন হবে হে ? বললেন আড্ডার মধ্যমণি ভটচার্য মশাই।

– 'তৃণমূল কুড়ি /বাইশটা আসন পেতেই পারে। দলটা হৈ হৈ ক'রে পাওয়ারে এসেছে মাত্র পঁয়ত্রিশ মাস। ও-সব সারদা-ফারদা যতই হোক এখনও মমতা-ক্যারিসমা ভাল মতই কাজ করছে।'

– 'আর অন্যান্যরা ?'

– কংগ্রেস চারটের বেশি আসন পেলে অবাক হব। জঙ্গিপুরে বিধি বাম। অন্যান্য কেন্দ্রে কেমন হবে, বলা মুশকিল। তবে বিজেপি এবার কিছুতো চমক দিতেই পারে।'

– 'রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন ব'লে একটা কথা শুনেছি' এবার অম্বিকাবাবুর গলা, 'কিন্তু এবারে ফিলম স্টাররা যেভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে ভোটে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তাকে রাজনীতির চলচ্চিত্রায়ন বলাই ভাল।'

–একজ্যাক্টলি মুখে একটিপ দোক্তা ফেলে বললেন কেদারবাবু 'সারা রাজ্য জুড়ে নাচা গানা রোড শো আর জলসা চলছে – দেখে মনে হচ্ছে যেন চিৎপুরের কোনও যাত্রাপাটি।'

– 'আর কোটি-কোটি টাকা উড়ছে', মল্লিকবাবু বিশেষ কায়দায় ডানহাতের মুদ্রাটা বাতাসে ছড়িয়ে দিলেন, 'যারা দাঁড়াচ্ছে সব কোটি পতি!' শুনে অম্বিকা হাসলেন 'এটাই এখন দস্তুর। গণতন্ত্রের আড়ালে সামন্ততন্ত্র। গরীবের কথা কে ভাবে বলুন দেখি।

– আর লেকচারের সব ছিরি দেখেছেন ?' এবারে মল্লিকবাবু জাতীয় ইস্যু চুলোয় গেল ! ব্যক্তিগত আক্রমণ কাদা ছোঁড়াছোঁড়ি !'

– 'হক কথা কইছেন।' বললেন ভদুড়ি, শিষ্টাচারের কোনও বালাই নাই। গাঁয়ের দজ্জাল মাইয়া মানুষটাও লজ্জায় মুখ ঢাকব !'

হাসলেন কেদারবাবু,'রাজনীতির চওড়া নদীটা এখন সংকীর্ণ পয়ঃপ্রণালীতে পরিণত হয়েছে।' ইতিমধ্যে ভটচায-গিন্নির-খ্যানখেনে গলা শোনা গেল ভেতর থেকে। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই! সকাল থেকে আড্ডা আর আড্ডা! তোমার কোনও আক্কেল নেই না! এমন ভোটের মুখে ঝাঁটা মার। ঝাঁটা মার।'

# মমতার একটা কথাতেই.....(২ পাতার পর)

টুকরো করার সর্প যজ্ঞে ঘি দিচ্ছেন ? আজকাল রাজনীতি করতে পড়াশোনার দরকার হয় না। আপনি বা মমতা জানেন কি যে বঙ্গবন্ধু বা তাঁর মেয়ে হাসিনাও শত্রু সম্পত্তি আইন পাল্টাননি ? তৎকালীন পাকিস্তানের আইনসভায় ইষ্টবেঙ্গল ইভাকুইন প্রপার্টি এক্ট (রেষ্টোরেশন অফ পজেশন) ১৯৫১ এবং ঐ বছরই ইষ্টবেঙ্গল ইভাকুইন এ্যক্ট (এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন অব ইমমুভ্যাল প্রপার্টি) আইন পাশ হবার পর হিন্দুদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সরকারের হয়ে যায়। ১৯৪৬ এর পর থেকেও ১৯৫১ তে দেশত্যাগ আরও বাড়তে থাকে। এরপরেও ইষ্টবেঙ্গল প্রভেনশন অফ ট্রান্সফার প্রপার্টি ১৯৫২ পাস করানো হয়েছিল। নেহেরু লিয়াকৎ চুক্তি কোন কাজে দেয়নি। বাংলাদেশেরই বিখ্যাত পত্রিকা 'হলিডে' ৭.১.১৯৯৪ তে লিখেছিলেন – "১৯৮১ থেকে ১৯৯১ এ ১.৭৩ কোটি হিন্দু দেশ ছেড়ে ভারত চলে গেছে। ১৯৭৪ সাল থেকে রোজ গড়ে ৪৭৫ জন করে পালাচ্ছে।" শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীদের চাপে লিয়াকৎকে ডেকে এনে চুক্তি হলেও অত্যাচার আজও বন্ধ হয়নি। সেদিন ১৯৫০ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী জহরলাল পার্লামেন্ট কাঁপিয়ে বলেছিলেন শুধু পাকিস্থান না, পৃথিবীর যে কোন দেশ থেকে হিন্দু অত্যাচারিত বা বিতাড়িত হয়ে এই হিন্দুস্থানে আশ্রয় নিতে এলে তাকে নাগরিকত্ব দিতে হবে এবং সে শরণার্থী। অধীরবাবু, মমতা ব্যানার্জী কোন্ ইতিহাস পড়ে মন্ত্রী ? মোদি নিচু ঘরের চা ওয়ালা যা জানেন আপনারা তাও জানেন না। আসল ব্যাপারটা হল আপনারাও সব জানেন। স্রেফ ভোটের জন্যে হতভাগিনী দেশমাতার কাপড় ধরে টানাটানি করছেন। অধীরবাবু রাহুলকে নিয়ে একটু পার্লামেন্টের রেকর্ড দেখুন। দেখবেন রাহুলের এই প্রপিতামহী জহরলাল সেদিন হিন্দুদের উপর অত্যাচারে 'আদার মেথড' অর্থাৎ যুদ্ধ ঘোষণার কথা বলেছিলেন। লিয়াকতকে ইংরেজরা বুঝিয়েছিলেন – যাও নাহলে মরবে। ফিরোজ, বি.আর আম্বেডকর, গ্যাডগিল; প্যাটেলের চাপে শনণার্থীর কথা লেখানো আছে। আর আকারণে এদেশ লুঠতে যারা ঢুকে যাচ্ছে ফিরছে না, যাদের ওপারে নিজের যা ছিল তা তো আছেই আবার অন্যের রক্তজল করা সম্পত্তিরও ফালতু মালিক হয়ে গেছে ; তারাই আবার এপার বাংলায় লুন্ঠন চালাবে ? শরণার্থী হিন্দুর ওপারে ফিরে যাবার কথা কে বলেছে ? আডবানির, আপনাদের ফিরে যাবার প্রশ্ন কেন আনছেন ? শুধু হাততালি পেতে ? মমতার এই ধরণের কথা সংবিধানকে অমান্য করা। মমতা মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব কর্ত্তব্য সংবিধানের ১৬৭ ধারা পড়েন নি। এটা নিয়ে আদালতেও যাওয়া যেতে পারে। মোদি এলে কি হবে জানিনা তবে এটুকু বুঝতে পারছি দেশ কাদের হাতে পড়েছে। এরা সব পারে। এখন উগর জাতীয়তাবাদ বা বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদ ছাড়া গতি নেই দেশ বাঁচানোর।

## রাজ্যে তৃণমূলের দাপট..... (১ম পাতার পর)

৪৩,৯৪৬। রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভায় ও প্রায় তাই। ৫২,৪৫৬ এবং ৫১,১৩০। জঙ্গিপুর নামে হলে তা গঙ্গার পশ্চিমতীরে। কংগ্রেস ৪৩,৫৩১ এবং সিপিএম ৫১,৯২৫ অর্থাৎ ৮০০০ লিড। অন্যদিকে সুতীতে বামেদের প্রত্যাশা মত লিড হয়নি। কংগ্রেস ৫১,২৮০ ও সিপিএম ৪৯,৬৭৯ অর্থাৎ মাত্র ২০০০ হাজার বেশী। সাগরদীঘি, সুতী ও জঙ্গিপুরে বামেদের বাড়াভাতে ছাই দিয়েছে বিজেপি। উল্টে তারা আরো কিছু ভোট টেনে ৯৬,০০০ এ উঠেছে। তবে মোদী হাওয়ায় পদ্ম এখানে তেমন বিস্তার লাভ করেনি। কংগ্রেস অক্ষত থেকে গেছে। বিজেপিকে তেমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে না দেখায় এবং নেতা কর্মীদের পিকনিকের মেজাজে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে দেখায় গুঞ্জন উঠেছে এসব কি অভিজিতের যাদুকাঠির স্পর্শে না নেতৃত্বের দক্ষতার অভাব – কোন্‌টা ? মানুষ এবার স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিজেপিকে ভোট দিতে চেয়েছিল, অথচ ওরা তা সংগ্রহ করতে পারলো না কেন ? এই কেন্দ্রের জঙ্গিপুর পৌরসভার গঙ্গার পশ্চিমপাড়ে হিন্দু এলাকাগুলোতে মানুষ দু'হাত তুলে পদ্মে ভোট দিয়েছে। মোট ৩০টি বুথের ১৮টিতেই পদ্ম এগিয়ে ছিল। ৮টি ওয়ার্ডে পদ্ম পেয়েছে ৬১১১ ভোট। সেখানে কংগ্রেস ৪৩০৮, সিপিএম ৪৩৭৭ এবং তৃণমূল ১৭৩৩। জঙ্গিপুরে ১৪০নং বুথে (জঙ্গিপুর হাইস্কুল ১নং রুম) পদ্ম ৩২৫, কংগ্রেস ১৯৬, সিপিএম ১৪৫। ১৪২নং বুথে অর্থাৎ ৩ নম্বর রুমে পদ্ম ৩৯২, হাত ২০৫, কাস্তেহাতুরী তারা ১২৩। কোথাও সমান সমান। পৌর কর্তাদের এবং ২০১৬-তে বিধানসভার ভোট ব্যাপারীদের ঘুম ছুটে যাবার যোগাড়। কেননা মোদি ম্যাজিক এই দু'বছরে অনেক কিছুই পরিবর্তন করে দিতে পারে। মোট কথা – বিজেপি নির্বাচন কেন্দ্রে দাপিয়ে বেড়ায়নি। ফলে যে ভোট তাদের টানার কথা সার্বিকভাবে তা না পারায় মাত্র সাড়ে ৮০০০ আবার ভোটে হেরে গেল সিপিএম – যা হবার কথা ছিল না। এবার অভিজিত মুখার্জী হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন বলেই খবর ছিল। সপরিবারে তাঁর প্রচারে ঝাঁপিয়ে পরা সেই ভীতি থেকেই।

## মোদী আবহে দেশের..... (১ম পাতার পর)

এফেক্ট – নানারকম বলছেন।

**এতবড় সাফল্যের কারণ কী ?**

সর্বোচ্চ স্তরে; যাঁরা দলের প্রধান থিঙ্ক ট্যাঙ্ক তাঁরা ক্রমশইঃ বুঝতে পারছিলেন যে, মূল্যবৃদ্ধি, ভ্রষ্টাচার ও দ্বৈতশাসনকে কেন্দ্র ক'রে দেশজুড়ে কংগ্রেস বিরোধী হাওয়া বইতে শুরু করেছে। কোয়ালিশন সরকারের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার বাধ্যবাধকতা এবং প্রশাসন কার্যে পদে-পদে সনিয়া-রাহুল কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর লক্ষণরেখা বেঁধে দেওয়ার ফলে, গুরুতর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারের দোলাচলবৃত্তি – এই চক্কর থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজতে চাইছে দেশের মানুষ। এই বিরুদ্ধ হাওয়াকে কাজে লাগাতে দেড় বছর আগেই (দলের মধ্যে প্রথম সারির কিছু কিছু নেতার ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও) নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রীর পদে প্রজেক্ট ক'রে সবচেয়ে বড় ট্রাম্পকার্ডটা খেলে ফেললেন দলীয় সভাপতি স্বয়ং রাজনাথ সিং। তাঁর সামনে তখন ছিল পর পর তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী মোদীর উন্নয়নমুখী গুজরাট মডেল। গোধরা-কাণ্ড পরবর্তী চন্ডাশোক এর ধর্মাশোক-এ উত্তরণের চমকপ্রদ চিত্রনাট্য এবং তাঁর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা গুজরাটের গণ্ডি ছাড়িয়ে গোটা দেশের মন ছুঁয়ে তাঁকে জাতীয় নায়কের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা দিতে পারে – এমন প্রখর দূরদর্শিতার ওপর নির্ভর করেই এই নাটকীয় সিদ্ধান্ত। রাজনাথের সিদ্ধান্ত সেদিন যে কতদূর অ-ভ্রান্ত ছিল, আজকের ভোটের ফলই তার প্রমাণ। .. (চলবে)

## ঐ হাওয়া তুলে ..... (১ম পাতার পর)

এবার পেল ১৭,২৫৭। তাহলে তাদের বাকী কমিট ভোটটা কোথায় গেল ? জনশ্রুতি মুসলিম সংগঠনগুলো এবং বিজেপিকে শেষ মুহূর্তে হাত করে নেয় কংগ্রেস। যার জন্যই নাকি এই হতাশব্যাঞ্জক চেহারা এই সব দলের বলে অভিজ্ঞ মহলে সোরগোল।

## জঙ্গিপুর পুরসভা
## ওয়ার্ডভিত্তিক নির্বাচনের ফলাফল

| ওয়ার্ড | কংগ্রেস | সিপিএম | বিজেপি | তৃণমূল |
|---|---|---|---|---|
| ১৩ | ৬৩৮ | ৯৩৮ | ৩৫৪ | ২২২ |
| ১৪ | ৭৩১ | ৪৫৫ | ৭৯০ | ১২৮ |
| ১৫ | ২৯৯ | ৬২০ | ৯৪৭ | ১৫৬ |
| ১৬ | ২৬৩ | ৩৯৫ | ৯৫৬ | ১৭৬ |
| ১৭ | ৩০৫ | ২৭৮ | ১০৬৫ | ১৭৫ |
| ১৮ | ৬৮৪ | ৬১৫ | ৭৪৫ | ৩০৫ |
| ১৯ | ৩৯৬ | ৫৭০ | ১০৩৩ | ১৯২ |
| ২০ | ১০০০ | ৬৬৯ | ২২৮ | ৩৯৮ |

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে
হোটেল ইন্ডিগো
(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩
সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

জঙ্গিপুরের গর্ব
আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।
জঙ্গীপুর গিনি হাউস
শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।